মুজিবনগরে কৃষকদের মাসকলােইর বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ অফিসার শামসুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ ১০ কেজি ডিএপি ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে অতি বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার ওপর দিয়ে টানা চারদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে মাঠের উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মরিচসহ বিভিন্ন সবজি আউশ ধান বিনষ্টের পাশাপাশি অনেক নিচু এলাকার আমনধান পানিতে তলিয়ে গেছে। ভেসে গেছে পুকুর ও মাছের ঘের। ক্ষয়ক্ষতি নিরপনে মাঠে কাজ করছে কৃষি অফিস।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মরিচ চাষি মতলেব হোসেন বলেন, দুই বিঘা ৫ কাঠা জমিতে মরিচ লাগিয়েছি দেড়মাস আগে। প্রতিটি গাছে ফুল ধরেছে। কিছু গাছে মরিচ ধরেছে। বাতাস ও ভারি বৃষ্টিতে মরিচ গাছ নেতিয়ে পড়েছে। অনেক মরিচ গাছ মরতে শুরু করেছে।

কৃষক ছাইদুল ইসলাম বলেন, দেড়বিঘা জমিতে লাউ আবাদ করেছি। চারদিনের বৃষ্টির পানিতে লাউয়ের মাচা পর্যন্ত পানি উঠেছে। এভাবে পানিতে জমি ডুবে থাকলে লাউগাছ মরে যাবে।

সদরের মদনাডাংগা গ্রামের কৃষক কোরবান আলি জানান, দুই বিঘা জমির আউশধান কেটে মাঠে বিচালি শুকানোর জন্য জমিতে ফেলে রাখা হয়েছিল। পুরো জমির ধান পানিতে ভাসছে। ধানে চারা গজিয়ে পড়েছে। দুই বিঘা জমিতে অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ মন ধান ঘরে উঠতো।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কৃষক রহমতুল্লা বলেন, মেহেরপুর জেলায় আমাদের মত হাজারও কৃষক আছে। যারা শুধুমাত্র সবজি চাষ করে। কিন্তু মেহেরপুর জেলায় তেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকায় সবজির চাষ করে লাভবান হই। অথচ হঠাৎ এই দুর্যোগের কারনে সব সবজি পানির নিচে। আমার এক বিঘা জমির আগাম জাতের বাঁধাকপির জমিতে পানি জমে থাকায় মরে যাচ্ছে।

ভাটপাড়া গ্রামের মরিচ চাষি আব্দুল আলীম বলেন, ঝড়ো হাওয়ায় মরিচের গাছ পড়ে গেছে। বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে মরিচের গাছ।
ধানচাষি রহিদুল ইসলাম বলেন,আউশধান লাগিয়েছি দেড়বিঘা। ধান পেকে গেছে। দুএকদিনের মধ্যেই ধান কাটামাড়াই করে ঘরে তুলতাম। জমিতে গিয়ে দেখি শুধুই পানি। দুএকদিনের মধ্যেই ধানে চারা গজিয়ে যাবে। এধান ঘরে তুলতে না পারলে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে জনজীবন।

কখনো হালকা বৃষ্টি আবার কখনো ভারী বৃষ্টিপাতের কবলে পড়েছে মেহেরপুর জেলা। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমজীবী এবং কর্মজীবী মানুষ ঘর থেকে বের হলেও যানবাহন না পেয়ে বিপাকে পড়ছেন। অন্যদিকে বৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট যানবাহন নিওয় বের হলেও যাত্রী পাচ্ছেন না এর চালকরা। এতে অলস সময় পার করছেন তারা।

এদিকে জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে মানুষ বের হলেও পাচ্ছেন না কাঙ্খিত সেবা। অব্যাহত বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট হয়ে পড়েছে ফাঁকা। ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সব কাজেই বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কার্যত

অচল অবস্থা বিরাজ করছে জনজীবনে।

বঙ্গোপসাগরের গভীর স্থল নিম্নচাপ এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মেহেরপুর জেলাসহ খুলনা বিভাগের সব জেলায় বৃষ্টিপাত ও ঝড় হচ্ছে বলে জানায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম জানান, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলে গতকাল সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ১০৮ মিলিমিটার এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

মেহেরপুর কৃষিসমপ্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিজয় কৃঞ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলা একটি কৃষি নির্ভয় জেলা। এজেলায় প্রাকৃৃতিক কোন দুর্যোগ নেই। জেলায় প্রচুর সবজি,ফল,ধান ও মরিচ হয়। গত শুক্রবার থেকে একটানা বর্ষণ ও ঝড়োহাওয়া বইছে। এতে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে উঠতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে বেশি। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরপনে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক ভাবে একবার ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। আবারও মাঠ পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরপন করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। তবে সবজির জমি থেকে দ্রত পানি নিষ্কাশন করা এবং পচনরোধক স্প্রে করতে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও বিক্রি, বিভিন্ন জায়গার মাটি জোর পূর্বক কাটা, অন্য মাটি ও বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ ইটভাটা মালিকদের কাছে সুদের বিনিময়ে টাকা দেয়াসহ নানা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক ফল ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদাবাজীর অভিযোগে মামলাও হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করা তিনি বিএনপি ও জামায়ত নেতাদের নাম করে সাংবাদিকদের নিউজ না করতে চাপ দেন। সেই সাথে সকল অভিযোগের কথা অস্বিকার করে।

মুজিবনগরে ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস মন্ডলপাড়া বিএনপির আয়োজনে গত ৫ আগষ্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত দোয়া ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতিত্ব করেন যুবনেতা আব্দুল হামিদ মাষ্টার।

যুবনেতা এমএ হালিমের সন্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক,বিএনপি নেতা বদরউদ্দীন সহ বিএনপি অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা হামিদুল ইসলাম।

মিলু চেয়ারম্যান ও ডা. অলোকসহ আসামি ১৫৩ জন

১০ লাখ টাকা চাদা আদায় ও ৪০ লাখ টাকার ফল লুটপাটের অভিযোগে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ছাত্রলীগ নেতা, স্বাস্থ্য কমকর্তা, কলেজের অধ্যক্ষসহ ১৫৩ জনের নামের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেপেুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম (মুজিবনগর) আদালতে আসাদুল হক নামের এক ফল ব্যবসায়ী বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলা

মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অলোক কুমার দাস, মুজিবনগর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর খৈয়াম উষা, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুব আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, সদরের কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট নুুরুল ইসলাম লালন, মাদার মাস্টারের ছেলে অনিক, লিপু, বিজয়, মুজিবনগর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন তকলি।

মামলার বাদি পক্ষে আইনজীবী নজরুল ইসলাম বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে মুজিবনগর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীরা পরস্পর চাঁদাবাজ ও তৎকালীন ক্ষমতাধর ব্যক্তি। বাদী একজন মৌসুমী ফল ব্যবসায়ী। তিনি তাহার এলাকাসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমী ফল তথা আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল ক্রয় করিয়া বিভিন্ন পাইকার ফড়িয়াদের নিকট বাগানে বাগানে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বিগত আওয়ামী সরকার নির্বাচনের পর আসামীরা বাদীকে বলে যে, তাহাদের সরকারের আমলে ব্যবসা করিতে হইলে বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। ঐ সময় বাদীর নিজের ও বিভিন্ন পার্টনারদের সহিত প্রায় এক কোটি টাকার ফলকর লওয়া ছিল। আসামীদের হুমকীতে বাদী থানায় গেলেও পুলিশ প্রভাবশালী আসামীদের চাপে বাদীর কোনরূপ অভিযোগ এমনকি জি.ডি

এন্ট্রি পর্যন্ত করেনি।

বাদী ও তাহার পরিবারের লোকজনদের আসামীদের মাধ্যমে খুন—গুম, অপহরণ ও লুটপাটের হুমকী আসিতে থাকিলে ও আসামীরা স্বয়ং অস্ত্রসহ মহড়া দিয়া চাঁদা দাবী করিলে বাদী ২০১৮ সালের ১৫ এপ্রিল ১নং আসামী আমাম হোসেন মিলুর বাড়ি গিয়ে দশ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে ২০১৮—২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যবসা করেন। তারপর পুনরায় আসামীরা বাদীর নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করিলে বাদী আসামীদের বুঝান যে, সমস্ত বছরে ঐ পরিমাণ লাভ হয় না যেখান থেকে তাহাদের চাঁদা দিবে। কিন্তু আসামীরা বাদীর কোন কথায় আমলে নেয় নাই। ২০২১—২০২২ মৌসুমে আসামীরা বাদীর অনুমান ১৭টি বাগানের আম—লিচু মূল্য অনুমান চল্লিশ লক্ষ টাকার ফল লুট কেও নিয়ে যায়। বাদী বাধা দিতে গেলে বাদীকে আসামীরা গণহারে এলোপাথাড়িভাবে লাথি, কিল, ঘুসি মারিয়া গুরুতর জখম করিয়া দেয়।

অবৈধ সরকার ক্ষমতায় থাকায় বাদীকে আসামীরা বিজ্ঞ আদালত চত্বরে পর্যন্ত আসিতে দেয় নাই। পুলিশের ভূমিকাও ছিল নিরব দর্শকের। আসামীরা দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ায় এবং তাহাদের দল দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকায় ও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ায় আসামীদের বিরুদ্ধে তিনি এ মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্তে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্ত থেকে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এ ফেনসিডিলের উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক পিএসসি সাঈদ মোহাম্মদ জাহদিুর রহমান, সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের

জানায়, আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালয়িন ৬ বিজিবির অধীনস্থ মুজবিনগর বিওপি টহল কমান্ডার হাবলিদার রফিকুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মুজবিনগর সীমান্ত এলাকার মেইন পিলারের ১০৭ হতে ৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তর সোনাপুর মাঠে অভিযান চালায়, এ সময় বিজিবির উপস্থিত টের পেয়ে চোরাচালানীরা ২৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলারের ৭৭/২-এস হতে ২৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তরে জয়নগর গ্রামের আমবাগানে মধ্যে মাদক বিরোধী বিশেষ অভযিান পরিছালনা করে। এ সময় দর্শনা বিওপি টহল কমান্ডার নায়েক জিয়াউর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্লষ্টিকের বস্তায় মোড়ানো ১শ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করেতে পারেনী।

দামুড়হুদার জগনাথপুরে অবৈধ আলমসাধু উল্টে চালকের মৃত্যু

দামুড়হুদার জগন্নাথপুরে দুটি কুকুর বাঁচাতে গিয়ে অবৈধ আলমসাধু উল্টে চালক বাবু শাহ নিহত হয়েছেন। নিহত আলমসাধু চালক বাবু শাহ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রুহুল শাহর ছেলে।

আজ সোমবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর-বোয়ালমারি সড়কের জগন্নাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের অবৈধ আলমসাধু চালক বাবু শাহ কাজ শেষে জগন্নাথপুর বাজার হয়ে নিজ বাড়ি ফিরছিলেন। দ্রুত গতির আলমসাধু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দামুড়হুদা উপজেলার জগনাথপুর গ্রামে পৌঁছালে রাস্তার উপর দুটি কুকুর কে শুয়ে থাকতে দেখে কুকুর দুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে চালক। ওই সময় আলমসাধু টি উল্টে গিয়ে চালক বাবুর মাথার উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই আলমসাধু চালক বাবুর মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ থানা হেফাজতে নিয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুজিবনগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখা এর উদ্যোগে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধ,দুর দুরান্ত থেকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে ময়লা আবর্জনা এবং রোগ জীবাণু মুক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছ উপজেলা জামায়তের নেতাকর্মীরা।

নতুন সময়ে জনগণের পাশে থেকে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সহ দেশ গঠনে নানা ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তারই অংশ হিসাবে সোমবার সকালে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে আশেপাশে নোংরা আবর্জনা ড্রেন এবং ঝড় জঙ্গল পরিষ্কার করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাও.খানজাহান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাসার,উপজেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, উপজেলা শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি ফজলুল হক গাজি, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের উপজেলা সেক্রেটারি মাও. আনোয়ার হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বায়তুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেনসহ ইউনিয়ন আমির, সেক্রেটারি সহ নেতা কর্মীরা।

[redacted]

[redacted]

সম্পাদক

গাংনীর নওয়াপাড়া বাজার কমিটির দ্বি-বার্ষিকী বাজার পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে মইনুল ইসলাম সভাপতি ও মিরাজুল ইসলাম মিলন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নওয়াপাড়া বাজারের সকল ব্যবসায়ীদের সমর্থনে ২০ সদস্যের একমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, সিদ্দিকুর রহমান ও কোষাধ্ক্ষ মনোনীত হয়েছেন বদিউজ্জামান।

পুরাতন কমিটির সময়সীমা শেষ হওয়ায় পুরতন কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। বাজার পরিচালনায় ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, বাজারের উন্নয়নে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

নতুন কমিটির সভাপতি সম্পাদক সহ সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীগণ।